29

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 DEC 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

80

দলীয় কোটায় ছাত্রভর্তি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে 'ভর্তির কোটার ক্ষেত্রে অন্য সংগঠনের তুলনায় শিবির কর্মীদের বঞ্চিত করা হয়েছে' এই অভিযোগে গত সোমবার ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা কলেজের উপাধ্যক্ষের কক্ষ এবং প্রশাসনিক ভবনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, হামলার সময় শিবির কর্মীরা উপস্থিত শিক্ষকদের নাজেহাল এবং মেয়েদের কমনরুমে চড়াও হয়ে তাদের লাঞ্ছিত করেছে বলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন অভিযোগ করেছে।

ইসলামিক ছাত্র শিবির নাকি অভিযোগ করেছে যে, কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতভাবে 'দলীয় কোটা' বরাদ্দ করেছে এবং মোট আসনের অধিকাংশ সরকারী ছাত্রদলকে দেয়া হয়েছে।

ছাত্রভর্তির জন্য কোন কোন কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। বেশিরভাগ কলেজেই এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। সবকিছুই মেধাভিত্তিক বলেই আমাদের ধারণা। আমাদের দেশে শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে এছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না।

মেধার প্রতি তোয়াক্কা না করে লিখিত নিয়মে হোক আর অলিখিত নিয়মে হোক ছাত্রভর্তির জন্য 'দলীয় কোটা' নির্ধারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভয়াবহ দুর্নীতির অবতারণা করবে। এই প্রথা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সমর্থন আদায় করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জোর করে দখল করার প্রবণতা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। পেশাদার ছাত্রনেতারা তাদের দল ভারী করার জন্য দলীয় ছাত্রদের অধিক হারে ভর্তি করানোর জন্য নানা ফন্দিফিকির আবিষ্কার করেন। ভর্তি করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেককে দলে টানেন। দল ভারী হলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত হয়; কিন্তু মেধাভিত্তিক ভর্তি না হলে শিক্ষাব্যবস্থার বারোটা বাজে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যে দলীয় প্রভাবমুক্ত এ কথা বলা চলে না। রাজনৈতিক প্রভাব, চাকরি বাঁচানো বা পদোন্নতির আশায় তারাও দলীয় রাজনীতির শিকার। কখনও আবার ছাত্র সংঘর্ষ এড়ানো, শান্তি বজায় রাখার অজুহাতে অথবা চাপে পড়ে তারা অলিখিত কোটা ব্যবস্থা মেনে নেন। এ ব্যবস্থা শিক্ষাঙ্গনে যে কোন ধরনের বিষবৃক্ষ রোপন করছে, সেদিকে তারা খেয়াল রাখেন না।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হল বা হোস্টেলে সিট বরাদ্দের ওপর দলীয় প্রভাবের অভিযোগ বহুদিনের। অনেক ছাত্র অভিযোগ করেন যে, বিশেষ একটি ছাত্র সংগঠনে যোগ না দিলে অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক হলে সিট পাওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিরপেক্ষতার ভাণ করতে পারেন, তবে শিক্ষাঙ্গনে নানা ধরনের মেরুকরণ সেই নিরপেক্ষতার পরিচয় বহন করে না।

কোটাভিত্তিক ভর্তি ও সিট বরাদ্দ শিক্ষাব্যবস্থাতেই কেবল দুর্নীতির অবতারণা করে না, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসেরও বীজ বপন করে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে এই ব্যবস্থার সকল রেশ মুছে ফেলতে হবে। যদি চান, শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে দলাদলি করুক; কিন্তু ছাত্রভর্তি, সিট বরাদ্দ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে দলীয় প্রভাবের উপরে রাখতে হবে। এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা যখনই দলীয় চাপের কাছে মাথা নত করবেন তখন থেকেই সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবনতি ঘটতে থাকবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রভর্তির ব্যাপারে 'দলীয় ভিত্তিক কোটা নির্ধারণ' এবং তা নিয়ে যে ধরনের ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, সেই ধরনের ঘটনা দেশে কতটা ব্যাপক তা আমাদের জানা নেই। তবে এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। দেশে শিক্ষা ও নৈতিকতার মান দিনদিন নিচে নেমে যাচ্ছে। আমরা আশা করবো, আমাদের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই প্রক্রিয়ায় ইন্ধন যোগান বন্ধের উদ্যোগ নেবেন।